আলমডাঙ্গার পুকুর সংস্কারের নামে মাটি কেটে বিক্রয়, একজনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার পোয়ামারী গ্রামে স্কোভেটর দিয়ে পুকুর সংস্কারের নামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির দায়ে আমির হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত এ অভিযান পরিচালনা করেন। একই সময়ে ওই ব্যক্তিকে অনাদায়ে তিন মাসের কারাদণ্ড ঘোষনা করলে জরিমানার টাকা পরিষোধ করা হয় ।

অভিযুক্ত আমির হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার পোয়ামারী গ্রামের মৃত জিয়ামদ্দিনের ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারী গ্রামের আমির হোসেন। গত কয়েকদিন যাবৎ পুকুর সংস্কারের জন্য দায়িত্ব দেন হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে। সে পুকুর সংস্কারের নামে ওই পুকুরের মাটি কেটে ইটভাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করছিল। এতে মাটি পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক্টর চলাচলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট স্নিগ্ধা দাস ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় ওই পুকুরের মালিক আমির হোসেনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ঘোষনা করা হয়। এ সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমান জরিমানার টাকা তাৎক্ষণিক পরিষোধ করেন।

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়ায় মাটি কেটে বিক্রয় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাটি বিক্রির দায়ে একব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় অবৈধ মাটি উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে গড়চাপড়া গ্রামের মৃত আফজাল বিশ্বাসের ছেলে রফিকুল ইসলামকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, এভাবে ট্রাকে করে মাটি পরিবহনের ফলে গ্রামীণ রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তাদের চরম দুরবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা মনে করেন।

মেহেরপুরের খোকসাতে সরকারি জমির মাটি কেটে বিক্রয়

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়নে খোকসা গ্রামে রাতের আঁধারে সরকারি জমিতে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রয় করেছেন মনজুরুল ইসলাম এক ব্যক্তি। মাটি খেকো মঞ্জুরুল ইসলাম আমঝুপি গ্রামের কালুর ছেলে।

খোকসাা গ্রামের তাসিরুল ইসলামের বাড়ির পাশে মাঠে যাওয়া রাস্তার মাটি রাতের আধারে কেটে সাঁবাড় করে দিচ্ছেন। মাটি কিনছেন একই

গ্রামের সিরারুল ইসলাম।

খোকশা গ্রামের সাদিকুল ইসলাম অভিযোগ করেন, শুধু সরকারি জমির মাটিই নয়, গায়ের জোরে ওই জমির পাশে আমার জমির মাটিও কেটে অন্য জায়গায় বিক্রয় করেছেন মুঞ্জুরুল ইসলাম। এভাবে এলাকার অনেক মানুষের জমি কেটে বিক্রয় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তিনি আরো বলেন, যেখান থেকে মাটি কেটেছে সেখানে একটি রাস্তা ছিল সে রাস্তা দিয়ে মাঠের ফসল নিয়ে যাতায়াত করতো কৃষকগণ।

কৃষকদের যাতায়াতের রাস্তাটির মাটি কাটার ফলে বর্তমান সে রাস্তাটি হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয়রা বলেন, মঞ্জুরুল ইসলামের মুল ব্যবসা অবৈধভাবে মাটি কাটা। ভয়ে তাকে কেউ কিছু বলতে পারেনা। মুঞ্জুরুল ইসলাম গর্ব করে বলে বেড়ান ডিসি,এসপি থানা সবকিছু তার হাতের মধ্যে।

সরকারি জমির পাশের জমির মালিক সাদিকুল ইসলাম বলেন, মুঞ্জুরুল ইসলাম রাতের আঁধারে অবৈধভাবে সরকারের জমিতে মাটি কেটেছে। ওই জমির পাশে আমার জমি ছিল। সে আমার জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করে দেন অন্য জায়গায় এই নিয়ে আমি একটি মামলা করব বলে জানায়। তিনি আরও বলেন, অল্প গভীর করলে সেখান দিয়ে যাওয়া যেতো। পাশেই আমার জমি। ওই জমির উপর দিয়ে আমার জমিতে যেতে হয়। গভীর করে মাটি কেটে নেওয়ায় এখন আমার জমিতে যাওয়া পথ বন্ধ হয়ে গেছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মুঞ্জুরুল সরকারি জমির মাটি কেটে নিয়ে বিক্রি করছে। এটা এলাকার সবাই জানে। সে আওয়ামীলীগ নেতা তাকে কিছু বলে মার খাবো। এ বিষয়ে ফেসবুকেও লাইভ হয়েছে। তবে, এই মাটি খেকোর বিচার হওয়া দরকার।

এ ব্যাপারে মুঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে যা বলেছে সব মিথ্যা বলেছে। আমি আজগর আলীর জমির মাটি কেটেছি। ওই জমির পাশে খাস জমি আছে। ওখানে ইটের ভাটা থাকায় ইটের কুচি রয়েছে। সেই কুচি সরানো হয়েছে। সেখান থেকে কিছু মাটি নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন আমি যুবলীগের আমুঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের সেক্রেটারী, সেই সাথে মসজিদ কমিটিরও সেক্রেটারী। আমার হাত দিয়ে অন্যায় কিছু হবেনা। এছাড়া আমি মাটির ব্যবসা করি বলে মেহেরপুরের অনেক সাংবাদিকের সাথেই আমার ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তাদের সাথে আমার নিয়মিত কথা চলে।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) কাজী নাজিব হোসেন বলেন, আমি নতুন এসেছি। তারপরও এ বিষয়ে নিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আইননুনো ব্যবস্থা নেবো।

কোটচাঁদপুর কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ ;এক লাখ টাকা জরিমানা

কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে তোয়াক্কেল হোসেন কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়। গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরের মুরুটিয়ার ঘোষের মাঠে এ জরিমানা করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইউনুচ আলী বলেন, কোটচাঁদপুরের বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের মুরুটিয়া গ্রামের ঘোষের মাঠ থেকে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিল তোয়াক্কেল হোসেন। এমন খবর পেয়ে ওই স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়।

এদিকে অভিযানের খবরে ভেকু ফেলে পালিয়ে যান ভেকু ড্রাইভার, হেলফার আর ট্র্যাক্টর ড্রাইভাররা। পরে তিনি ভেকুর ব্যাটারি জব্দ করেন। ভেকুটি জিম্মায় দিয়ে আসেন ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফারুক হোসেনের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বলুহর ভূমি অফিসের নায়েব হারুন অর রশিদ।